FEB. 9 2001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... 9 ... কলাম ...

দৈনিক সংবাদ

মাধ্যমিক স্তরের পদোন্নতি ও কিছু কথা

শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের কর্তব্য কর্মে চরম অবহেলার দরুন সরকারি মাধ্যমিক স্তরের কর্মকর্তা/শিক্ষকদের পেশার প্রতি তাদের অনীহা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তারা আজ হতাশাগ্রস্ত। তাদের বুকে একরাশ ব্যথা। তবুও তারা তাদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করছেন। কিন্তু কেউ তাদের হতাশা, ব্যথা দূর করতে এগিয়ে আসছেন না। না আসারই কথা। কারণ শিক্ষকরা নিরীহ, ভদ্র। তাদের দ্বারা দেশের কোনই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

একজন বিএ/এমএ পাস লোক সহকারী শিক্ষক হিসেবে চাকরিতে ঢুকে ৩০/৩২ বছর চাকরি করে শেষ পর্যন্ত সহকারী শিক্ষক হিসেবেই অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। শিক্ষা বিভাগ ছাড়া অন্যান্য বিভাগে দেখা যায় একজন চাকরিজীবী ৩০/৩২ বছর চাকরিকালে (যদি যোগ্যতা থাকে) পদোন্নতির মাধ্যমে বিভাগের সর্বোচ্চ কর্তা হন। এমনকি একজন অফিস সহকারীও যদি তার যোগ্যতা থাকে তাহলে তিনি ৩০/৩২ বছর চাকরি জীবনে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে অবসর গ্রহণ করছেন। পাশ্চাত্য দেশসমূহে ১০/১৫ বছর একই পদে আসীন থাকলে তিনি পরবর্তী পদের জন্য যোগ্য বিবেচিত হন এবং তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়। নতুবা সরকারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। শুধু তা নয় চাকরি ক্ষেত্রে শিক্ষকদের চাকরিকে অত্যন্ত মর্যাদা দেয়া হয়।

মাধ্যমিক স্তর হলো শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। মাধ্যমিক স্তরেই ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার ভিত রচিত হয়। অথচ আমাদের মাধ্যমিক স্তরে কর্মকর্তা/শিক্ষকদের শত শত পদ আজ শূন্য পড়ে আছে। পদশূন্যতার কারণে জেলা শিক্ষা অফিসসহ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কাজকর্ম দায়সারা অবস্থায় চলছে। আজ স্কুলে না আছে প্রশাসন, না আছে সুষ্ঠু পাঠদান কার্যক্রম। শূন্য পদগুলো পূরণ করলে সরকারের কোন বাড়তি অর্থেরও প্রয়োজন হচ্ছে না। অথচ এক শ্রেণীর আমলাদের গাফিলতির দরুন দীর্ঘ সময় ধরে পদগুলো শূন্য পড়ে আছে। এদিকে কারো দৃষ্টি নেই। সব সময় শুধু সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের পদোন্নতির বিষয়টিই গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়ে আসছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৯৮ সালে পদোন্নতি না দিয়ে স্ববেতনে জেলা শিক্ষা অফিসার/সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার, প্রধান শিক্ষক/ সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রদান করে কিছুসংখ্যক শূন্য পদ পূরণ করেন। উচ্চতর পদে তাদের চাকরিকাল প্রায় আড়াই বছর অতিবাহিত হতে চলেছে, তারা আইন মোতাবেক একধাপ উপরে পদোন্নতি পাওয়ার যোগ্য অথচ তাদেরকে পদোন্নতির মাধ্যমে রেগুলারাইজ না করে পুনরায় নতুন করে স্ববেতনে নিয়োগ প্রদানের সিদ্ধান্ত শিক্ষক সমাজ তথা বুদ্ধিজীবীমহলকে হতবাক করেছে। পদোন্নতি নামক সোনার হরিণটি ভাগ্যে জোটার পূর্বেই স্ববেতনে নিয়োগপ্রাপ্ত অধিকাংশ ইতোমধ্যে অবসর গ্রহণ করে চলে গেছেন। এর চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা আর কি হতে পারে? শিক্ষক সমাজের আজ একই কথা– স্ববেতন নয়, পদোন্নতির মাধ্যমে ত্বরিত শূন্য পদ পূরণ করা হোক এবং স্ববেতনে নিয়োগের তারিখ হতে সিনিয়রিটি গণনা করে পরবর্তী পদোন্নতির বিষয়টি বিবেচনা করা হোক। এ বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কৃপাদৃষ্টি কামনা করছি।

মোঃ আবুল খায়ের
শিক্ষক
মাস্টারপাড়া, ফেনী।